আলমডাঙ্গায় স্ত্রীর যৌতুক মামলায় স্বামী গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় যৌতুক মামলায় স্বামীকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার থানার এসআই জামাল হোসেন সঙ্গীয় ফোর্স তালুককররা গ্রাম থেকে আটক করে। আটকৃত ব্যাক্তি খাসকররা ইউনিয়নের তালুককররা গ্রামের খবির উদ্দিন মন্ডলের ছেলে লালন হোসেন (৩৫)।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার নাগদাহ ইউনিয়নের খেজুরতলা গ্রামের সানোয়ার হোসেনের মেয়ে রানু খাতুন (২২)। গত ৪ বছর পূর্বে খাসকররা ইউনিয়নের তালুককররা গ্রামের খবির মন্ডলের ছেলে লালনের সাথে পারিবারিক ভাবে বিবাহ হয়। তাদের ৪ বছরের দাম্পত্য জিবনে ১ টি পুত্র সন্তান আছে। বিবাহের ১ বছর পর থেকেই লালন তার স্ত্রী রানুর নিকট ৩ লক্ষ টাকা যৌতুক হিসাবে আনতে শুরু করে নির্যাতন।

এমনাতবস্থায় রানুর সংসারের দিকে তাকিয়ে তার পিতা মাতা দেড় লক্ষ টাকার একটি মোটরসাইকেল ও ২ ভরি গহণা প্রদান করে। এছাড়াও গত ৮ জুন রানুকে তার বাবার বাড়ি থেকে ২ লক্ষ টাকা আনতে বলে।

সে টাকা আনতে পারবে না বলে জানালে তাকে আবারো নির্যাতন শুরু করে। গতকাল বৃহস্পতিবার রানু আলমডাঙ্গা থানায় যৌতুক মামলা দায়ের করেন। এ মামলায় তালুককররা গ্রাম থেকে তার স্বামী লালনকে আটক করে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার লালনকে সংশ্লিষ্ট মামলায় জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়।

দামুড়হুদা জুড়ানপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিসের এক কর্মচারীর মৃত্যু

দামুড়হুদা উপজেলার জুড়ানপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিসের ঝাড়ুদার মোঃ

মোশাররফ করিম (৬৫)। গত বুধবার গভীরাতে আকর্ষিক মৃত্যুবরণ করেন। তিনি তার দীর্ঘ কর্মজীবনে অত্যন্ত আন্তরিকতা, একাগ্রতা ও আনুগত্যের সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন।

তার মৃত্যুতে উপজেলা রাজস্ব পরিবারের পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ ও তার আত্নার মাগফিরাত কামনা করছেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুদিপ্ত কুমার সিংহ সহ সংশ্লিষ্ট অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

উল্লেখ্য, জুড়ানপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস এর ঝাড়ুদার মোশাররফ করিম ইউনিয়ন ভূমি অফিস এর একটি পরিত্যক্ত কক্ষে থাকতেন।সকালে উক্ত অফিসের তহশিলদার এসে তার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেন। পরে স্থানীয়দের সথে নিয়ে তার মরদেহ বের করা হয়। পরে তার সন্তানদের নিকট হস্তান্তর করা হয়। অপরদিকে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মরহুমের পরিবারকে তাতক্ষনিক ভাবে আর্থিক অনুদান (প্রণোদনা) প্রদান করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান।

দামুড়হুদায় লকডাউনের ২য় দিনেও প্রশাসন কঠোর ভূমিকায়

দামুড়হুদা উপজেলায় লকডাউনের ২য় দিনেও প্রশাসনের কঠোর ভূমিকা, রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড, ভ্রাম্যমাণ আদালতে জরিমানা করোনাভাইরাস সংক্রম ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় গত মঙ্গলবার ভোর ৬ টা থেকে দামুড়হুদা উপজেলায় লকডাউন কার্যকারিতা শুরু হয়। বুধবার লকডাউনের ২য় দিনে প্রশাসনের ভূমিকা ছিলো আরো কঠোর।

সকাল থেকে সন্ধ্যা রাত পর্যন্ত পুলিশ প্রশাসন, আনসার- ভিডিপি, ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক গ্রাম পুলিশ ও বিভিন্ন সেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা নিরলস ভাবে কাজ করে চলেছে লকডাউন বাস্তবায়নে। প্রতিটি পাড়া-মহল্লা, গ্রাম-গন্জ ও শহরের চলাফেরার রাস্তায় রাস্তায় প্রবেশ পথে ব্যারিকেড দিয়ে মানুষসহ বিভিন্ন যানবাহন চলাচলের কড়া নজরদারীতে রাখা হয়।

এক স্থান থেকে আরেক স্থানে মানুষ চলাচলের উপর চলে কঠোর বিধিনিষেধ। বিশেষ করে লকডাউন এলাকার মানুষকে কোন ভাবেই এলাকার বাহিরে যেতে নিষেধ করা হয়। জরুরী ঔষধ, কাঁচামাল, পশু-পাখী, পশু খাদ্য, সার সহ কৃষি কাজে ব্যবহারিক জিনিষ পত্রের উপর শিথিলতা রেখে, জরুরী প্রয়োজনীয় পণ্য, অসুস্থ রোগী ও এম্বুলেন্স ব্যতিরেখে কঠোর ভাবে লকডাউন বাস্তবায়িত হয় দামুড়হুদা উপজেলায়। অপরদিকে দর্শনা পৌর অন্চল সহ সীমান্তবর্তী গ্রাম ও ইউনিয়ন গুলোতে ২য় দিনের লকডাউনে প্রশাসনের ভুমিকা ছিলো আরো কঠোর। গতকাল দামুড়হুদা শহর, দর্শনা পৌর এলাকাসহ কয়েকটি ইউনিয়নে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে বিভিন্ন অপরাধে জরিমানা আদায় করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সহ নিয়োজিত ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয়গন। দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান সকাল থেকে সন্ধা পর্যন্ত শহর থেকে গ্রামের প্রতিটি অন্চল পরিদর্শন করেন।

রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড নিশ্চিত সহ মানুষের চলাফেরার উপরে নজদারী বৃদ্ধি, মানুষকে অযথা রাস্তায় চলাচল বন্ধ করতে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আঃ খালেক ও দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি মাহবুবুর রহমান তার পুলিশ বাহিনী সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন সচেতনতামূলক প্রচারে ও লকডাউন বাস্তবায়নে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ২য় দিনেও দামুড়হুদা উপজেলাবাসী একটি কঠোর লকডাউন দেখলেন।

এসময় নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান বলেন, সব ধরনের অফিসে কর্মচারী থেকে কর্মকর্তাদের মধ্যে মাস্ক ব্যবহার শতভাগ নিশ্চিত করতে হবে। বাইরে চলাচলে মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে কঠোর হবে প্রশাসন। সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। করোনা পরিস্হিতি নিয়ন্ত্রণে এতগুলো মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রম তখনি সার্থক হবে যখন সাধারণ মানুুষ, আইন মেনে চলবে, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। মাত্র ১৪ দিন একটু কষ্ট হলেও যার যার অবস্হান থেকে লকডাউন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সচেষ্ট ভূমিকা পালন করলে আমরা সবাই সফল হবো। গতকাল লকডাউনে দর্শনা পৌর মেয়র সহ দামুড়হুদা উপজেলার সকল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, সেচ্ছাসেবী, রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের সদস্যরাও লকডাউন বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে দেখা গেচে। অন্য দিকে দামুড়হুদা উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় আনসার ও ভিডিপি সদস্যদের লকডাউন বাস্তবায়নে কাজ করতে দেখা গিয়েছে। এছাড়াও পুলিশ প্রশাসন ও ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে অব্যহত ভাবে মাইকিং করে মানুষকে সচেতন হতে বলা হয়েছে। এলাকার সাধারন মানুষও চায় তারা নিয়ম মেনে লকডাউন বাস্তবায়ন করে নিজে, নিজের

পরিবার ও সমাজকে এই মরনঘাতী করোনাভাইরাসের হাত থেকে বাঁচাতে।

আলমডাঙ্গায় দোকান ঘর জবরদখল ও হুমকির বিচার চেয়ে সংবাদ সম্মেলন

আলমডাঙ্গা ঘোলদাড়ি বাজারের আব্দুর রহিমের বিরুদ্ধে দোকান ঘর ভাড়া নিয়ে নিজের দাবী করে জবর দখলের অভিযোগ তুলে এক ব্যক্তি সংবাদ সম্মেলন করেছেন ।

বুধবার দুপুরে ঘোলদাড়ি বাজারে জমির মালিক জোড়গাছা গ্রামের ফকির মোহাম্মদ বিশ্বাসের ছেলে তোয়াক্কেল হোসেন লিখিত বক্তব্যে উল্লেখ করে প্রায় ৩৭ বছর আগে তিনি ঘোলদাড়ি বাজারে জমি খরিদ করে ঘর নির্মাণ করে বসবাস করে আসছেন। ওই বিল্ডিংয়ের নিচের ৪ টি দোকান ঘরের মধ্যে পশ্চিম পাশের দোকানটি আইলহাঁস ইউনিয়নের টাকপাড়া গ্রামের মৃত আত্তাব উদ্দিনের ছেলে আব্দুর রহিমের কাছে ভাড়া দেন।দোকান ঘর ভাড়া নেওয়ার পর ২০০৮ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত তাঁকে ভাড়া পরিশোধ করে আসছেন ।

২০১৬ সাল দোকানের পাশে এক খন্ড জমি ক্রয় করার পর থেকে আব্দুর রহিম দোকান ভাড়া দেয়া বন্ধ করে দেয় ।ভাড়া চাইতে গেলে খুব খারাপ আচরণ ও হুমকি ধামকি দিতে থাকে ।এক পর্যায়ে আব্দুর রহিম ওই দোকান ঘর নিজের বলে দাবি করে বসে।

বিভিন্ন সময়ে অকথ্য ভাষায় গালি গালাজ,ও খুন জখমের হুমকি দেয়। সাংকাদিক সম্মেলনে উল্লেখ করা হয়েছে গত ১০ জুন’ তোয়াক্কেল হোসেন জমির সিমানা নির্ধারণ করে খুটি পুততে গেলে আব্দুর রহিম,তার ভাই রমজান আলীসহ অজ্ঞাত নামা কয়েকজন সমস্ত খুটি তুলে ফেলে,এবং তাকে মারতে আসে ও খুনের হুমকি দেয়।

তোয়াক্কেল হোসেন তাৎক্ষনিক আলমডাঙ্গা থানার ওসিকে ফোন করলে ওসি আলমগীর কবির ঘোলদাড়ি ফাঁড়ি পুলিশ দিয়ে তাকে উদ্ধার করে তার

বাড়ীতে পৌছে দেন। এরপর থেকে আব্দুর রহিম ও তার দলবল অব্যাহত ভাবে তাকে হুমকি ধামকি দিয়ে আসছে। একই সাথে তাকে বিপাকে ফেলতে নানা ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে উল্লেখ করা হয় আব্দুর রহিম ইতোপুর্বে নাশকতার মামলায় জেল খেটে বাড়ীতে এসে আরো বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। এমতবস্থায় তোয়াক্কেল হোসেন সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রশাসনের সুদৃষ্টি কামনা সহ তদন্ত পুর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানিয়েছেন।

আলমডাঙ্গায় চায়ের দোকানে জুয়ার আসর, আটক-৬

আলমডাঙ্গার শেখপাড়ায় অভিযান চালিয়ে ৬ জুয়াড়িকে আটক করেছে পুলিশ। বুধবার ভোর সাড়ে ৫ টার দিকে হাটবোয়ালিয়া ফাঁড়ি পুলিশ তাদের আটক করে। তাদের বিরুদ্ধে জুয়া আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের শেখপাড়া গ্রামের মৃত কাশেম আলির ছেলে গোলাম কিবরিয়া। সে দীর্ঘদিন গোপনে তার নিজের চায়ের দোকানে রাতের আধারে তাসের জুয়া খেলা করাতো। বুধবার রাতেও আবারো ওই চায়ের দোকানে তাসের জুয়া খেলা চলছিলো।

এ ঘটনায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়া ফাঁড়ি পুলিশ চায়ের দোকানে অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় শেখপাড়া গ্রামের হারান আলির ছেলে নাজমুল, কাশেম আলির ছেলে মসলেম, মুন্নাফ আলির ছেলে রইচ উদ্দিন, রেজাউল করিমের ছেলে দুলাল, মৃত জিকির আলির ছেলে ফারুক হোসেন, মৃত কাশেম আলির ছেলে চা দোকানদার গোলাম কিবরিয়াকে আটক করে পুলিশ।

ঘটনাস্থল থেকে নগত ৩’শ টাকা ও তাস উদ্ধার করে। তাদের বিরুদ্ধে হাটবোয়ালিয়া ফাঁড়ি পুলিশের এসআই মীর মেজবাহুর বাদি হয়ে জুয়া আইনে মামলা দায়ের করে। গতকাল বুধবার দুপুরে তাদের সংশ্লিষ্ট

মামলায় জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়।

আলমডাঙ্গায় দিনদুপুরে ঘরের টিন কেটে ২লক্ষ টাকা চুরি

দিনদুপুরে নারিকেল গাছে উঠে ঘরের টিন কেটে ২লক্ষ টাকা চুরির ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাটি আলমডাঙ্গার ডাউকি ইউনিয়নের বিনেতপুর গ্রামে ঘটেছে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের বিনেতপুর গ্রামের মুসলিমা খাতুন। গত ৫ বছর পূর্বে তার স্বামী পানি পথে বিদেশে পাড়ি জমানোর পর থেকেই নিরুদ্দেশ। তিন ছেলের মধ্যে ২ ছেলে ঢাকায় কাজ করে। ছোট ছেলেকে সাথে নিয়ে

বুধবার সকাল ১১ টার দিকে মাঠে ছাগল রাখতে যায় মুসলিমা খাতুন। এ সুযোগে চোর মুসলিমার ঘরের পাশে থাকা নারিকেল গাছে উঠে ঘরের টিন কেটে প্রবেশ করে।

ঘরের বিভিন্ন জিনিসপত্র ও কাপড় চোপড় এলোমেলো করে। বাক্সের তালা ভেঙে ভিতরে থাকা ২ লক্ষ টাকা চুরি করে নিয়ে যায়। দুপুরে মুসলিমা বাড়িতে ফিরে ঘরের মধ্যে ঢুকেই চুরির ঘটনাটি দেখতে পায়।

এ ঘটনায় মুসলিমা বাদি হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় সাধারণ ডাইরী করেন।

চুয়াডাঙ্গায় বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ ফুটবল

টুর্ণামেন্টের উদ্বোধন

চুয়াডাঙ্গায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বালক অনূর্ধ্ব-১৭ ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বালিকা অনূর্ধ্ব-১৭ শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে । মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশ ঘটিকার সময় চুয়াডাঙ্গা পুরাতন স্টেডিয়ামে ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়।
চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন ও চুয়াডাঙ্গা ক্রীড়া অফিস এর আয়োজনে ও চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সার্বিক মনিরা পারভীন এর সভাপতিত্বে উক্ত টুর্ণামেন্টে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোঃ নজরুল ইসলাম সরকার। এসময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন ক্রিয়া শক্তি ক্রিয়া বল মাদক ছেড়ে খেলতে চল। শরীর এবং দেহকে সুস্থ রাখতে হলে অবশ্যই খেলাধুলা প্রয়োজন। খেলাধুলার মাধ্যমে মন ও শরীর সুগঠিত হবে এবং সুনিয়ন্ত্রিত থাকে। পড়ালেখার পাশাপাশি অবশ্যই আমাদের সন্তানদেরকে খেলার সুযোগ করে দিতে হবে।
উক্ত টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ সাদিকুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা পৌর মেয়র জাহাঙ্গীর আলম মালিক খোকন, চুয়াডাঙ্গা জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন লাড্ডু, মধু হোসেন, মিলন বিশ্বাস সহ বিভিন্ন ক্রীড়াঙ্গনে নেতৃবৃন্দ। উদ্বোধনী ম্যাচে দামুড়হুদা উপজেলার ১-০গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে আলমডাঙ্গা উপজেলা।

দামুড়হুদা উপজেলায় লকডাউন বাস্তবায়নে অভিনব কর্মপরিকল্পনা ও মাইকিং

করোনাভাইরাসের প্রকোপ ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি ও আক্রান্তর সংখ্যা লাগামহীন হওয়ায় আজ ভোর ৬ টা থেকে দামুড়হুদা উপজেলাকে কঠোর লকডাউনের ঘোষনা সহ দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসন অভিনব কর্মপরিকল্পনা ও মাইকিং প্রচার অব্যাহত রেখেছেন।

জানাগেছে পূর্বের লকডাউনের সকল নিয়মকানুনের কিছুটা পরিবর্তন করে জনসাধারণের ব্যাপক ভাবে সচেতন করতে, চুয়াডাঙ্গা জেলার জেলা প্রশাসকের নির্দেশে, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন সহ সকল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে সঙ্গে নিয়ে অভিনব কিছু কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন।

এব্যাপারে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান বলেন, করোনাভাইরাসের প্রকোপ নির্মুলে মানুষের মাঝে স্বাস্থ্যবিধির সকল নিয়মকানুন স্বস্ব ইউনিয়ন থেকে মাইকে প্রচার করা। লকডাউনের কারনে অসহায় ঘর বন্দি মানুষের দ্বারে দ্বারে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেয়া। স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা, মাস্ক ব্যবহার কারার বিষয়টি নিশ্চিত করা। অসুস্থ্য রোগীদের প্রয়োজনে দ্রুত হাসপাতালে নেয়া।
সকাল ৯ টার মধ্যে লকডাউন এলাকায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্নকারী ব্যারিকেড স্থাপন ও লাল ফ্ল্যাগ টাঙিয়ে লকডাউন নিশ্চিত করবেন সংশ্লিষ্ট থানার ওসি ও ইউ পি চেয়ারম্যানরা। আগামীকাল মঙ্গলবার সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় প্রতিটি ইউপি চেয়ারম্যান স্ব স্ব পরিষদে সভা করে উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক নির্ধারিত ফ্রেমে ওয়ার্ড কমিটি তৈরী পূর্বক ইউএনও অফিসে দুপুর ১ টার মধ্যে প্রেরন করবে এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের কর্মপরিকল্পনা তৈরী করবে।

অপরদিকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান নিজে প্রতিটি ইউনিয়নের গ্রামে গ্রামে যেয়ে মানুষের মাঝে লকডাউনের নিয়মনীতি তুলে ধরে সকলকে সচেতন থাকতে এবং সর্বসাধারনের মনোবল বাড়াতে বিভিন্ন বক্তব্য তুলে ধরেন, তিনি আজ দুপুর ১২ টার মধ্যে ঘর বন্দি মানুষের মাঝে খাদ্য পৌঁছে দেয়ার ঘোষনা দেন।

উল্লেখ্য দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান নিজের কর্ম এলাকার মানুষের কাছে একজন মানবিক অফিসার হিসাবে পরিচিত লাভ করেছে।

আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের কৃতি শিক্ষার্থী ওয়াতকুলি জান্নাতিকে সংবর্ধনা প্রদান

আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের কৃতি শিক্ষার্থী ওয়াতকুলি জান্নাতি ফরিদপুর বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে। সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী এমন কৃতিত্ব পাওয়ায় কলেজের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে ।

এ সংবর্ধনা সভায় আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ গোলাম সরোয়ার মিঠুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার পুলক কুমার মন্ডল।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন,- কৃতি শিক্ষার্থী ওয়াতকুলি জান্নাতি ফরিদপুর বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছে এটি সরকারি কলেজের কৃতিত্ব। এ কলেজ থেকে আরো অনেক মেধাবি শিক্ষার্থী মেডিকেল কলেজ সহ বিভিন্ন ক্যাডারভুক্ত চাকুরির সুযোগ তৈরি করে এমনটাই এ কলেজের শিক্ষকদের খেয়াল রাখতে হবে।

উপস্থিতি অতিথির মধ্যে স্বাগত বক্তব্যে জান্নাতি বলেন, আমি গরিব ঘর থেকে মেডিকেলে ভর্তির সুযোগ পেয়েছি। আমার বাবা একজন সরকারি কলেজে ছোট একটি পদে চাকুরি করেন। আমার বাবা, মায়ের আপ্রাণ চেষ্টায় আজ এতদুর যেতে পেড়েছি। সংবর্ধনা সভায় প্রধান অতিথির হাত থেকে কলেজের পক্ষ থেকে জান্নাতিকে নগত ৬০ হাজার টাকা, একটি মেডিকেল এপ্রোন কাপড় ও একটি ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। এছাড়াও, বক্তব্য রাখেন শিক্ষার্থী মোছাঃ নিলুফা ইয়াছমিন এ্যানি।

সভায় সম্প্রতি ষ্ট্রোক জনিক কারনে নিহত শিক্ষক প্রভাষক মোঃ মুরাদ আলীর স্ত্রীর হাতে কলেজের শিক্ষকদের পক্ষ থেকে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। এ ছাড়াও অন্য একজন অসুস্থ শিক্ষককে ২৫ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে। অনুষ্টানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাডঃ সালমুন আহম্মদ ডন,সমাজ সেবা কর্মকর্তা আফাজ উদ্দিন,প্রেসক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু,সাধারণ সম্পাদক খ, হামিদুল ইসলাম,কলেজিয়েট স্কুলের উপাদক্ষ শামিম রেজা, প্রেসক্লাবের সহসভাপতি আতিয়ার রহমান মুকুল।

শিক্ষকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, সহকারি অধ্যাপক সৈয়দ মামুন রেজা,খলিলুর রহমান, হাবিবুর রহমান, মাকসুদুর রহমান, ফারুক হোসেন, তাপস রশিদ, কলি খন্দকার, শামিমা খাতুন, আব্দুল মোনায়েম, মহিতুর রহমান, ইকবাল হোসেন, সহ সকল শিক্ষক মন্ডলি।

করোনা প্রতিরোধ সংক্রান্ত জরুরী সভা! ১৪ দিনের কঠোর লকডাউন ঘোষণা

দামুড়হুদায় উপজেলার ভারত সীমান্তবর্তী এলাকায় লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা রোগীর সংখ্যা। সস্প্রতি এলাকার চুল ব্যবসায়ীসহ বেশকিছু বাংলাদেশী নাগরিক ভারতের কাঁটাতার পেরিয়ে অবৈধপথে দেশে প্রবেশ করায় করোনা সংক্রমন বৃদ্ধির মূল কারণ বলে ধারণা করছেন স্বাস্থ্য বিভাগ। করোনা সংক্রমন ঠেকাতে নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। কোভিড-১৯ সংক্রান্তে ডাকা হয় জরুরী সভা।

দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে সোমবার অনুষ্ঠিত জরুরী সভায় দামুড়হুদা উপজেলায় ১৪ দিনের লকডাউন ঘোষনা করেন জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার। আগামীকাল মঙ্গলবার সকাল ৬ টা থেকে লকডাউন কঠোরভাবে কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনাও দেন তিনি।

প্রধান অতিতির বক্তব্যে তিনি বলেন, সীমান্ত এলাকায় বিজিবির টহল আরও জোরদার করতে হবে। এছাড়া প্রশাসনের পাশাপাশি পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবকদের সর্তকতার সাথে ২৪ ঘন্টা নিরলসভাবে দায়িত্ব প্রতিপালন করতে হবে। লকডাউন চলাকালিন উপজেলার সমস্ত সোপিংমল, চায়ের দোকান সম্পূর্নরূপে বন্ধ থাকবে। শুধুমাত্র জরুরীসেবা ছাড়া সব ধরণের যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকবে। তবে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং কৃষির সাথে সপর্কিত কিছু যানবাহন চলাচল করতে পারবে।এ ছাড়া স্বল্প সময়ের জন্য খোলা রাখা যাবে মুদি দোকান। তবে লকডাউনের আওতামূক্ত থাকবে ওষুধ ফার্মেসী।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমানের সভাপতিত্বে

অনুষ্ঠিত জরুরীসভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম ও দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু।

উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সিরাজুল আলম ঝন্টু, সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান মনজু, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি) সুদীপ্ত কুমার সিংহ, সিভিল সার্জনের প্রতিনিধি ডা. আওলিয়ার রহমান, দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আবু হেনা মোহাম্মদ জামাল শুভ, দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি আব্দুর খালেক, দর্শনা থানার ওসি মাহবুবুর রহমান কাজলসহ এলাকার সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ।

উল্লেখ্য, দামুড়হুদা উপজেলায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন ২২ জন। বর্তমানে করোনা আক্রান্ত রোগির সংখ্যা ১৯৩জন।